দৈনিক ইত্তেফাক

২।

তারিখ 18 JUL 1987
পৃষ্ঠা...

৩১ শে আষাঢ় ১৩৯৪ বং

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগাক্রান্ত

18 JUL 1987

কাজী আজমল হোসেন ঃ রাজশাহী, ১৪ই জুলাই— দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ অতিবাহিত হইলেও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি অদ্যাবধি পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। নানাবিধ সমস্যা এই হাসপাতালের সুষ্ঠু চিকিৎসার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট পাঁচশত শয্যাবিশিষ্ট হওয়ার কথা থাকিলেও এখানে বর্তমানে পৌনে চারশত শয্যা চালু আছে। শয্যা-স্বল্পতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আগত এক-তৃতীয়াংশ রোগীও ভর্তি হইতে পারেন

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

না। স্থানাভাবে এই হাসপাতালে মানসিক ব্যাধি, ক্যান্সার এবং চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের জন্য কোন পৃথক ওয়ার্ড এ যাবৎ চালু করা সম্ভব হয় নাই। একই কারণে চক্ষু এবং নাক, কান ও গলা বিভাগের আন্তঃ বিভাগ এখনও দুই কিলোমিটার দূরবর্তী সদর হাসপাতাল ভবনে রাখা হইয়াছে। ফলে একদিকে উক্ত বিভাগের রোগীদের দুর্ভোগ পোহাইতে হয়, অন্যদিকে ইহা প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করে। ইহাছাড়া স্ত্রী রোগ ও শিশু বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বিভাগ দুইটিতে চিকিৎসা সুবিধা দারুণভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। উল্লেখ্য, হাসপাতালের ভবনসমূহ সাততলা পর্যন্ত নির্মাণের কথা থাকিলেও ইহা তিনতলায় আসিয়া থামিয়া আছে। তদুপরি বর্তমান হাসপাতাল ভবনসমূহের পিছন দিকে আরও তিনটি ব্লক নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনাও বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে না। এই হাসপাতালকে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৫ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রস্তাব প্রায় এক বৎসর যাবৎ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে।

এক্সরে মেশিন বিকল

এই হাসপাতালের মোট ১৬টি এক্সরে মেশিনের মধ্যে ৯টি বর্তমানে অকেজো অবস্থায় পড়িয়া আছে। কোন কোন মেশিন দীর্ঘ ১০ বৎসর যাবৎ বিকল। বিকল এক্সরে মেশিন স্থানীয়ভাবে মেরামতের কোন ব্যবস্থা না থাকায় সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট লেখালেখি করিয়াও কোন ফল হয় নাই। হাসপাতালের একমাত্র এ্যাম্বুলেন্সটিও বৎসরাধিককাল ধরিয়া খারাপ।

রেডিওথেরাপি বিভাগের দুরবস্থা

হাসপাতালের রেডিওথেরাপি বিভাগে 'ডিপ এক্স-রে থেরাপির' মাধ্যমে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিভাগে যে দুইটি এক্স-রে থেরাপি মেশিন আছে উহা মান্ধাতা আমলের এবং তন্মধ্যে একটি দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ টিউবের অভাবে বিকল হইয়া আছে। ১৯৭৫ সালে এই বিভাগে একটি 'কবাল্ট' মেশিন আনিলেও উহাতে যান্ত্রিক ত্রুটির দরুন আজও স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। ইহাছাড়া ফিজিসিষ্ট না থাকায় ক্যান্সারের মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব হইতেছে না। ফলে এখানে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা ব্যাহত হইতেছে।

চিকিৎসক স্বল্পতা

হাসপাতালে অধ্যাপকসহ অন্যান্য চিকিৎসকের সঙ্কট বর্তমানে প্রকট। সার্জারী, চক্ষু, ফিজিক্যাল মেডিসিন, জুরিস প্রুডেন্স এবং কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগে মোট ৬ জন অধ্যাপকের পদ দীর্ঘকাল যাবৎ শূন্য রহিয়াছে। এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি, কমিউনিটি মেডিসিন ও নাক, কান, গলা বিভাগেও পাঁচজন সহযোগী অধ্যাপকের পদ খালি। পাঁচটি শূন্য পদেও কোন সহকারী অধ্যাপক নাই। ফলে রোগীদের চিকিৎসা এবং ছাত্র ও ইন্টার্নীদের প্রশিক্ষণ বিঘ্নিত হইতেছে। হাসপাতালে নার্স, ওয়ার্ড সার্ভেন্ট ও সুইপারের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধের অভাব তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। রোগীদের অধিকাংশ ঔষধপত্র বাহির হইতে ক্রয় করিতে হয়।

নির্দেশের চিঠি না পাওয়ায়

চলতি ১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেটে সরকার ১লা জুলাই হইতে হাসপাতালের রোগীদের জন্য দৈনিক খাবার বাবদ মাথাপিছু বরাদ্দের হার ১২ টাকা হইতে ১৮ টাকায় উন্নীত করার কথা উল্লেখ করে। কিন্তু রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯ই জুলাই পর্যন্ত উক্ত বর্ধিত হার চালু হয় নাই। পুরাতন বরাদ্দ অনুযায়ী রোগীদের যে খাবার সরবরাহ করা হইতেছে উহাও নিম্ন মানের।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের জন্য হাসপাতাল চত্বরে কোন বাসভবন নাই। ফলে তাঁহাকে অন্যত্র বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে হয়। ইহাতে তাঁহার পক্ষে সার্বক্ষণিকভাবে হাসপাতালের সার্বিক কাজকর্ম তদারক করা দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়।